দৈনিক খবর

তারিখ 24 AUG 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

৫।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্রই খুলে দেয়া হবে ঃ ভিসি

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

জাতীয় অভিভাবক সমিতির আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেছেন, প্রক্রিয়া চলছে- আর বেশী দিন নয়। শীঘ্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হবে।

তিনি বলেন, গণতন্ত্র এখন বিপন্ন। অস্ত্র আর সন্ত্রাস গণতন্ত্রের পথ চলাকে বাধা দিবে।

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে 'বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা ও শান্তি' শীর্ষক এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে অন্যান্য আলোচকরা বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। শিক্ষকরাও তাদের স্বার্থ রক্ষা ও মতবাদ প্রচারে ছাত্রদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে ইন্দন যোগাচ্ছে। সন্ত্রাস প্রতিরোধে সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

জাতীয় অভিভাবক সমিতির সভাপতি ডাঃ এ এম এ মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা করেন আইনজীবী সমন্বয় সমিতিসমূহের আহবায়ক শামসুল হক চৌধুরী, সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত আলী, ল'ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি খন্দকার মাহবুব উদ্দিন, ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল বাসেদ, এ কে এম ইমদাদুল হক, ডঃ আব্দুল বাতেন খান, আলোকচিত্র সাংবাদিক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, এম এ মোহাইমেন, এস এম এ মালেক, মোহাম্মদ আলমগীর ও এন আই খান।

ভিসি মনিরুজ্জামান মিঞা তাঁর বক্তৃতায় আরো বলেন, ১৯৪৭ সাল থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবদান গৌরবোজ্জ্বল। কিন্তু এরি মাঝে কোন এক অশুভ মুহূর্তে সেখানে জড়িত গেছে অস্ত্রের রাজনীতি। এনএসএফ ষাটের দশকে অস্ত্র নিয়ে আসে ছাত্র রাজনীতিতে, তখন অস্ত্র ছিল হকিস্টিক, এখন স্বয়ংক্রিয়।

তিনি বলেন, ৩০শে জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ না করলে সেদিন রাতে কিংবা পরে পরিস্থিতি প্রাণঘাতীর দিকে এগুতো। অস্ত্র ও সন্ত্রাস এক সাথে চলতে পারে না-- এ কথা সত্য। ভিসির হাতে কিংবা বাসায় অস্ত্র নেই। তিনি ছাত্রদের অস্ত্র দেন না। সন্ধান ঘরে ফিরলে অভিভাবক যেমন, ভিসি তো সেটাও পারে না। নিঃশংকভাবে কাজ করতে পারি না। বর্তমান ভিসির সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা অনুচিত। এ কথা সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে সন্ত্রাস দমন করা যায় না। কিন্তু শখ করে কি কেউ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে? আমরা তা চাই না। সন্ত্রাসীরা সংখ্যায় অল্প। সন্ত্রাস হয় রাজনৈতিক কারণে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কারণে।

শামসুল হক চৌধুরী বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের ব্যবহার করছে বলেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে। এ ধরনের কর্মকান্ড হতে বিরত থাকুন। আপনাদের সন্তানরা বিদেশে পড়ে। সুতরাং সাধারণ মানুষের সন্তানদের পড়াশুনা বিঘ্ন ঘটাবেন না।

তিনি সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করার জন্যে শিক্ষক-অভিভাবক সমন্বয়ে 'ব্রিগেড' গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে বলেন, ছাত্রদের ব্যবহার করে ক্ষমতায় থাকা কিংবা আসা যাবে না। শিক্ষকরা তাদের স্বার্থ ও মতবাদ প্রচারে ছাত্রদের ব্যবহার করছে বলে তিনি অভিযোগে বলেন।

ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, সন্ত্রাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রাস করছে। সন্ত্রাসের কারণেই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আজ বিপন্ন। এটা রোধ করতে না পারলে এই সন্ত্রাসই সমাজকে গ্রাস করে নিবে।

তিনি বলেন, সহিংসতা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের গৌরব সন্ত্রাসের কাছে হার মানিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত তাদের ছত্রছায়ায় খোদ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উপস্থিত। এ থেকেই লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসীদের বহিস্কার করা।

শাহাদাত আলী বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যে সরকারই দায়ী। সন্ত্রাস প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদে আলোচনা হলো। অথচ সেখানে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস প্রতিরোধে সরকারের আন্তরিকতার অভিযোগ ফুটে উঠে।

খন্দকার মাহবুব উদ্দিন বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করছে। রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাস দমনে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারলে সন্ত্রাস আরও ব্যাপক রূপ নিবে।

ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) আবদুল বাসেদ বলেন, স্কুল ছাত্রদেরও আজ রাজপথে নামিয়েছে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল। এটা কারো কাম্য নয়। আমরা যে কোন মূল্যে সন্ত্রাস মুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই।

এ কে এম ইমদাদুল হক বলেন, সরকার ও বিরোধী দলকে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। তবেই যদি সন্ত্রাসকে মোকাবেলা করা যায়।

ডঃ আব্দুল বাতেন খান বলেন, সন্ত্রাস সৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দু খুঁজে বের করতে পারলেই সন্ত্রাস বন্ধ হবে। এ জন্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে চাপ দিতে হবে।

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে সন্ত্রাস দমন করা যাবে না। শিক্ষকদের মধ্যেই সন্ত্রাসের বীজ ছড়িয়ে পড়েছে। তাই সন্ত্রাস দমনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে।

এম এ মোহাইমেন বলেন, কেবল শিক্ষাঙ্গন নয়-সন্ত্রাস আজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এভাবে ৫/৭ বছর চললে দেশ শাসন করার মতো লোক পাওয়া যাবে না। দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে।

এস এম এ মালেক বলেন, আসুন রাজনৈতিক হানাহানি বন্ধ করে আমরা সন্ত্রাস দমনে এগিয়ে যাই। সুমদয় সমাজ বিনির্মাণ করি।

মোহাম্মদ আলমগীর বলেন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের যৌথ সম্মেলন করে সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণ চিহ্নিত করে সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করতে হবে।

এন আই খান তাঁর বক্তৃতায় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে দোষারূপ করেছেন।

সভাপতির ভাষণে ডাঃ এ এস এ জামান বলেন, এভাবে দেশ চলতে পারে না। সরকারকে কঠোর হাতে সন্ত্রাসীদের দমন করতে হবে।

সভা শেষে গৃহিত এক প্রস্তাবে অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বন্ধ ঘোষিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া এবং সন্ত্রাসের মূল উৎপাটন করার জন্যে সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।